International Journal of Multidisciplinary Horizon

ISSN: **3049-2017**
IJMH 2026; 3(3): 27-30
© 2026 IJMH
www.themultijournal.com

Received: 18-04-2026
Accepted: 04-05-2026
Publish : 05-05-2026

প্রদীপ কুমার মান্ডি
ইতিহাস বিভাগ,
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়,

আধুনিক ভারতের ইতিহাস: সারসংক্ষেপ

প্রদীপ কুমার মান্ডি

DOI : https://doi.org/10.5281/zenodo.20152359

1. Abstract/ বিমূর্ত

আধুনিক ভারতের ইতিহাস ভারতীয় সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি ও সংস্কৃতির এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের অধ্যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর ইউরোপীয় শক্তির আগমন এবং বিশেষত ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উত্থান ভারতের রাজনৈতিক কাঠামোকে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করে। ব্রিটিশ শাসনের ফলে একদিকে যেমন প্রশাসনিক ও আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার বিকাশ ঘটে, অন্যদিকে অর্থনৈতিক শোষণ, সামাজিক বৈষম্য এবং কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে সংকট সৃষ্টি হয়। এই পরিস্থিতিতে ভারতীয় সমাজে নবজাগরণ, সমাজসংস্কার আন্দোলন এবং জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে। উনবিংশ শতাব্দীতে রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ সমাজসংস্কারক ভারতীয় সমাজকে কুসংস্কারমুক্ত ও আধুনিক করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। একই সময়ে ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ ভারতীয় জনগণের মধ্যে স্বাধীনতার চেতনা জাগিয়ে তোলে। পরবর্তীকালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা, বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, সিভিল অবিডিয়েন্স আন্দোলন এবং ভারত ছাড়ো আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধীনতা সংগ্রাম শক্তিশালী হয়ে ওঠে। মহাত্মা গান্ধীর অহিংস নীতি, সুভাষচন্দ্র বসুর বিপ্লবী নেতৃত্ব এবং অসংখ্য স্বাধীনতা সংগ্রামীর আত্মত্যাগের ফলে ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা অর্জন করে। তবে স্বাধীনতার সঙ্গে দেশভাগের বেদনাও যুক্ত ছিল। এই গবেষণামূলক প্রবন্ধে আধুনিক ভারতের ইতিহাসের প্রধান ঘটনাবলি, সামাজিক পরিবর্তন, জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং স্বাধীনতা অর্জনের প্রক্রিয়া বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

Keywords: আধুনিক ভারত, ব্রিটিশ শাসন, জাতীয়তাবাদ, স্বাধীনতা আন্দোলন, সমাজসংস্কার, ১৮৫৭ বিদ্রোহ, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস

2. Introduction/ ভূমিকা:

আধুনিক ভারতের ইতিহাস মূলত অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে শুরু হয়, যখন মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ঘটে এবং ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধ এবং ১৭৬৪ সালের বক্সারের যুদ্ধের পর ইংরেজরা বাংলার উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। ধীরে ধীরে তারা সমগ্র ভারতবর্ষকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। ব্রিটিশ শাসন ভারতে একদিকে আধুনিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা, রেলপথ, ডাকব্যবস্থা এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার ঘটায়, অন্যদিকে অর্থনৈতিক শোষণ ও সামাজিক বৈষম্যের জন্ম দেয়। কৃষক, শ্রমিক ও কারিগর শ্রেণি সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দেশীয় শিল্প ধ্বংস হয়ে ভারত ব্রিটিশ শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহকারী দেশে পরিণত হয়। এই শোষণমূলক নীতির বিরুদ্ধে ভারতীয় সমাজে ধীরে ধীরে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটে। সমাজসংস্কার আন্দোলন, শিক্ষা বিস্তার এবং সংবাদপত্রের বিকাশ মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি করে। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতীয় জনগণ স্বাধীনতার দাবিতে সংগঠিত হয়। অবশেষে ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা লাভ করে এবং আধুনিক রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

3. Objectives of the Study/ গবেষণার উদ্দেশ্য:

১. আধুনিক ভারতের ইতিহাসের প্রধান ঘটনাবলি বিশ্লেষণ করা।

২. ব্রিটিশ শাসনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব আলোচনা করা।

৩. সমাজসংস্কার আন্দোলনের ভূমিকা ব্যাখ্যা করা।

৪. ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও স্বাধীনতা আন্দোলনের বিকাশ মূল্যায়ন করা।

৫. স্বাধীনতা ও দেশভাগের প্রভাব বিশ্লেষণ করা।

Correspondence:
Pradip Kumar Mandi
Department Of History,
Kalyani University

4. Research Methodology/ গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণাপত্রটি মূলত ঐতিহাসিক ও বর্ণনামূলক পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে রচিত। তথ্য সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থ, গবেষণা প্রবন্ধ, জার্নাল, সরকারি নথি এবং অনলাইন উৎস ব্যবহার করা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্যসমূহ বিশ্লেষণ করে আধুনিক ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ধারাবাহিকতা উপস্থাপন করা হয়েছে।

5. Rise of British Power in India/ ভারতে ব্রিটিশ শক্তির উত্থান

ভারতে ইউরোপীয় শক্তির আগমন বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে হলেও ধীরে ধীরে তা রাজনৈতিক আধিপত্যে রূপ নেয়। পর্তুগিজদের পর ডাচ, ফরাসি ও ইংরেজ বণিকেরা ভারতে আসে। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কূটনীতি, যুদ্ধ এবং চুক্তির মাধ্যমে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করে। ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধ আধুনিক ভারতের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড়। নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের মাধ্যমে বাংলায় ব্রিটিশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর ১৭৬৪ সালের বক্সারের যুদ্ধ কোম্পানির রাজনৈতিক ক্ষমতাকে আরও শক্তিশালী করে। কোম্পানি "Divide and Rule" নীতি গ্রহণ করে ভারতীয় রাজ্যগুলির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করে।

6. Economic Impact of British Rule/ ব্রিটিশ শাসনের অর্থনৈতিক প্রভাব

ব্রিটিশ শাসনের ফলে ভারতের অর্থনীতি গভীর সংকটের মুখে পড়ে। ইংরেজরা ভারতীয় কৃষকদের উপর উচ্চ কর আরোপ করে এবং নগদ ফসল উৎপাদনে বাধ্য করে। ফলে খাদ্য সংকট ও দুর্ভিক্ষ বৃদ্ধি পায়। ভারতের কুটির শিল্প ও বস্ত্রশিল্প ধ্বংস হয়ে যায়, কারণ ব্রিটিশ কারখানার পণ্য ভারতীয় বাজার দখল করে। Dadabhai Naoroji তাঁর "Drain Theory"-এর মাধ্যমে দেখান যে ব্রিটিশরা ভারতের সম্পদ বিদেশে নিয়ে যাচ্ছিল। এর ফলে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়।

7. Socio-Religious Reform Movements/ সামাজিক-ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন

উনবিংশ শতাব্দীতে সমাজসংস্কার আন্দোলন ভারতীয় সমাজে নতুন জাগরণ সৃষ্টি করে। রাজা রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথা বিলোপ এবং নারীশিক্ষার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ প্রচলন ও নারীশিক্ষা বিস্তারে কাজ করেন। স্বামী বিবেকানন্দ ভারতীয় সংস্কৃতি ও মানবতাবাদের বার্তা বিশ্বজুড়ে প্রচার করেন। আর্য সমাজ, ব্রাহ্ম সমাজ এবং রামকৃষ্ণ মিশনের মতো সংগঠনগুলি সমাজ সংস্কারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

8. Revolt of 1857/ ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ ছিল ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম বৃহৎ সশস্ত্র আন্দোলন। সৈন্যদের অসন্তোষ, ধর্মীয় ভয়, অর্থনৈতিক শোষণ এবং রাজনৈতিক দমননীতি এই বিদ্রোহের প্রধান কারণ ছিল। মঙ্গল পান্ডে, রানি লক্ষ্মীবাই, নানাসাহেব এবং বাহাদুর শাহ জাফর এই বিদ্রোহের গুরুত্বপূর্ণ নেতা ছিলেন। যদিও বিদ্রোহ সফল হয়নি, তবুও এটি ভারতীয় জনগণের মধ্যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলে এবং পরবর্তী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপন করে।

9. Gandhian Era and Freedom Struggle/ গান্ধী যুগ এবং স্বাধীনতা সংগ্রাম

মহাত্মা গান্ধী ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে অহিংস নীতি ও সত্যাগ্রহের মাধ্যমে নতুন দিক নির্দেশ করেন। অসহযোগ আন্দোলন, দান্ডি অভিযান এবং ভারত ছাড়ো আন্দোলন ব্রিটিশ শাসনের ভিত নড়িয়ে দেয়। অন্যদিকে সুভাষচন্দ্র বসু ও আজাদ হিন্দ ফৌজ সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতার জন্য লড়াই চালিয়ে যান। বিপ্লবী আন্দোলনও স্বাধীনতা সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

10.Independence and Partition/ স্বাধীনতা এবং দেশভাগ

দীর্ঘ সংগ্রামের পর ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। কিন্তু ধর্মীয় বিভেদের কারণে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি রাষ্ট্র গঠিত হয়। দেশভাগের ফলে ব্যাপক দাঙ্গা, উদ্বাস্তু সমস্যা এবং মানবিক বিপর্যয় দেখা দেয়। স্বাধীনতার পর ভারত গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রণয়নের মাধ্যমে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

আধুনিক ভারতের ইতিহাসের প্রধান বিষয়াবলী:

- **Colonial rule/ঔপনিবেশিক শাসন:**

ব্রিটিশ শাসনের অধীনে ভারত কীভাবে একটি কাঁচামাল সরবরাহকারী এবং শিল্প-পুঁজির লুণ্ঠনের ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল, তা একটি প্রধান বিষয়।

- **Nationalist Movement and Freedom Struggle/ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রাম:**

ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তির জন্য ভারতের বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, যেমন – ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ থেকে শুরু করে ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত, এই ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

- **Social and Economic Changes/ সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন:**

রাজা রামমোহন রায়ের মতো সমাজ সংস্কারকদের দ্বারা ব্রিটিশ আমলে সামাজিক ক্ষেত্রে আনা পরিবর্তন, যেমন সতীপ্রথা বিলোপ এবং এর পাশাপাশি ভারতে রেলপথ, রাস্তাঘাট, সেতু নির্মাণের মাধ্যমে ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের স্বার্থ রক্ষা, এই সময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

- **Globalization and economic development/বিশ্বায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নতি:**

ঔপনিবেশিক নীতির ফলে ভারতের অর্থনীতি বিশ্বের দরবারে উন্মুক্ত হয়, যা বিশ্বায়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির দিকে পরিচালিত করে।

- **The Renaissance of Modern India/আধুনিক ভারতের নবজাগরণ:**

আধুনিক ভারতের নবজাগরণের জনক রাজা রামমোহন রায়কে বলা হয়, কারণ তাঁর নেতৃত্বে ভারতে অনেক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন এসেছিল।

সূচক শব্দ :-

1. 1857 সালে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ।
2. 1885 সালে ভারতে প্রথম জাতীয় কংগ্রেস গঠন।
3. 1906 সালে মুসলিম লীগ গঠন।
4. 1920 সালে অসহযোগ আন্দোলন।
5. 1930 সালে আইন অমান্য আন্দোলন।
6. 1942 সালে ভারত ছাড়ো আন্দোলন।
7. 1947 সালে ভারত বিভাগের শাসন।
8. 1946 সাল থেকে 1950 সাল পর্যন্ত ভারত সাংবিধানিক উন্নয়ন।

(1). India's First War of Independence in 1857/1857 সালে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ:

১৮৫৭ সালে ভারতে প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ বলতে মূলত ভারতীয় সিপাহী বিদ্রোহকে বোঝানো হয়, যা ১৮৫৭ সালের ১০ মে মিরাটে শুরু হয়েছিল এবং পরে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের বিরুদ্ধে একটি বড় আকারের বিদ্রোহে রূপ নেয়। এই বিদ্রোহটি ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ হিসেবে পরিচিত এবং এটি ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম সংগঠিত প্রতিরোধ ছিল, যা ভারতীয়দের একত্রিত করেছিল।

(2). Formation of the National Congress in India in 1885/1885 সালে ভারতে জাতীয় কংগ্রেস গঠন:

১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কংগ্রেস গঠন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত। সুশিক্ষিত ও ধনী ভারতীয়দের রাজনীতিতে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম। তিনি ছিলেন একজন অবসরপ্রাপ্ত ব্রিটিশ ভারতীয় সিভিল সার্ভিস কর্মচারী। তিনি শিক্ষিত ভারতীয়দের নাগরিক ও রাজনৈতিক কথোপকথনের জন্য একটি জায়গা প্রদানের জন্য কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৮৫৭ সালের ভারতীয় বিদ্রোহের মাধ্যমে, ভারতের নিয়ন্ত্রণ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কাছে হস্তান্তরিত হয়। ব্রিটিশ সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক দর্শনের সাথে আরও পরিচিত এবং সহানুভূতিশীল ইংরেজ-শিক্ষিত ভারতীয়দের সহায়তা নিয়ে, ব্রিটিশ রাজ, অথবা কেবল রাজ, ভারতের উপর তার নিয়ন্ত্রণকে বৈধতা দেওয়ার এবং রক্ষা করার চেষ্টা করে। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের একচেটিয়া আধিপত্য এবং ইংরেজি ভাষা-ভিত্তিক ব্রিটিশ ঐতিহ্যে প্রশিক্ষিত ভারতীয় ও অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের ক্রমবর্ধমান শ্রেণীর সাথে, কংগ্রেস পাশাপাশি বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং টিকে ছিল, বিশেষ করে ১৯ শতকের অনস্বীকার্য ব্রিটিশ আধিপত্যের যুগে।

(3). Formation of Muslim League in 1906/1906 সালে মুসলিম লীগ গঠন:

১৯০৬ সালে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ (All-India Muslim League) গঠনের প্রধান পটভূমি ছিল ব্রিটিশ ভারতে মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার ও স্বার্থ রক্ষা করা। ১৯০৬ সালের অক্টোবরে আগা খান-এর নেতৃত্বে সিমলা ডেপুটেশন-এর মাধ্যমে এই প্রস্তাব উত্থাপিত হয়, যেখানে ভাইসরয়কে দেওয়া একটি স্মারকলিপিতে একটি পৃথক রাজনৈতিক দল গঠনের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেওয়া হয়, যা পরবর্তীতে ১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ-এর আহ্বানে অল ইন্ডিয়া মুসলিম এডুকেশন কনফারেন্স-এর সভায় চূড়ান্ত রূপ লাভ করে।

(4). Non-Cooperation Movement in 1920/1920 সালে অসহযোগ আন্দোলন:

১৯২০ সালে মহাত্মা গান্ধী-এর নেতৃত্বে শুরু হওয়া অসহযোগ আন্দোলন ছিল ব্রিটিশ সরকারকে স্বায়ত্তশাসন বা স্বরাজ প্রদানে বাধ্য করার একটি অহিংস গণ-আইন অমান্য আন্দোলন। এই আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল ভারতের ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠান থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে ঔপনিবেশিক শাসনের সঙ্গে সহযোগিতা প্রত্যাখ্যান করা। এই আন্দোলনটি ছিল গান্ধীর প্রথম বৃহৎ আকারের সত্যাগ্রহ বা অহিংস গণ-আন্দোলন।

(5). Civil Disobedience Movement in 1930/1930 সালে আইন অমান্য আন্দোলন:

১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলন মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ব্রিটিশ শাসনকে অহিংসভাবে চ্যালেঞ্জ করার জন্য শুরু হয়েছিল, যা ১২ মার্চ ডান্ডি মার্চ বা লবণ মার্চ দিয়ে শুরু হয়। এই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশদের আইন ভাঙা, যার মধ্যে লবণ আইন ভঙ্গ করা ছিল অন্যতম। এর মাধ্যমে গান্ধীজি লক্ষ লক্ষ ভারতীয়কে ঔপনিবেশিক আইন ভাঙতে উৎসাহিত করেন, যা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে তীব্র করে তোলে।

(6). Quit India Movement in 1942/1942 সালে ভারত ছাড়ো আন্দোলন:

১৯৪২ সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলন ছিল ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসানের দাবিতে মহাত্মা গান্ধী এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক শুরু করা একটি ব্যাপক আইন অমান্য আন্দোলন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সংঘটিত এই আন্দোলনটি 'আগস্ট আন্দোলন' নামেও পরিচিত। এটি ছিল ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সর্বশেষ বড় ধরনের গণআন্দোলন, যা 'কর অথবা মরো' স্লোগানের মধ্য দিয়ে জনগণের মধ্যে স্বাধীনতা অর্জনের দৃঢ় সংকল্প জাগিয়ে তোলে।

7). The rule of the Partition of India in 1947/1947 সালে ভারত বিভাগের শাসন:

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের শাসন ছিল মূলত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে থাকা ব্রিটিশ ভারতকে দুটি স্বাধীন সার্বভৌম রাজ্যে বিভক্ত করার একটি প্রক্রিয়া, যা ভারত এবং পাকিস্তান নামে পরিচিতি লাভ করে। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক গৃহীত ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের অধীনে এই বিভাজন সম্পন্ন হয় এবং এর ফলে নতুন রাষ্ট্রগুলোর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়। এই প্রক্রিয়াতে ব্যাপক স্থানচ্যুতি, সাম্প্রদায়িক সহিংসতা এবং দীর্ঘস্থায়ী তিক্ত উত্তরাধিকার ছিল।

(8). Constitutional Development of India from 1946 to 1950/1946 সাল থেকে 1950 সাল পর্যন্ত ভারত সাংবিধানিক উন্নয়ন:

১৯৪৬ থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যে ভারতের সাংবিধানিক উন্নয়নের মূল ঘটনা ছিল ১৯৪৯ সালের ২৬শে নভেম্বর গণপরিষদ কর্তৃক ভারতের সংবিধান গ্রহণ এবং ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারি এটি কার্যকর হওয়া, যার মাধ্যমে ভারত একটি সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়। এই সময়ে, ব্রিটিশ শাসনামলের ১৯৩৫ সালের ভারত সরকার আইনকে প্রতিস্থাপন করে একটি নতুন সংবিধান প্রণীত হয়, যা ভারতের শাসন ব্যবস্থাকে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় সংসদীয় কাঠামোতে রূপান্তরিত করে এবং ভারতের মৌলিক আইন তৈরি করে।

আধুনিক ভারতীয় ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব:

আধুনিক ভারতীয় ইতিহাসে অনেক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব রয়েছেন যারা দেশ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

মহাত্মা গান্ধী:

অহিংসা ও সত্যাগ্রহের মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করে ভারতকে স্বাধীনতা এনে দেন।

জওহরলাল নেহেরু:

ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী এবং আধুনিক ভারতের ভিত্তি স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

সর্দার প্যাটেল:

ব্রিটিশ ভারত ভেঙে যাওয়ার পর বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যকে একত্রিত করে ভারত রাষ্ট্র গঠন করেন।

সুভাষ চন্দ্র বসু:

ভারতীয় জাতীয় সেনাবাহিনীর (INA) নেতা হিসেবে স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের চেষ্টা করেন।

ভগৎ সিং:

বিপ্লবের মাধ্যমে ব্রিটিশদের বিতাড়িত করতে চেয়েছিলেন এবং ভারতের একজন বিপ্লবী শহীদ হিসেবে পরিচিত।

রাজা রামমোহন রায়:

সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারের মাধ্যমে আধুনিক ভারতের সূচনা করেন এবং তাকে 'আধুনিক ভারতের জনক' বলা হয়।

বি. আর. আম্বেদকর:

ভারতীয় সংবিধানের প্রধান স্থপতি এবং তিনি সংবিধানের মাধ্যমে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ:

আধুনিক ভারতের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব যিনি ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারের মাধ্যমে ভারতের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তোলেন।

রাজেন্দ্র প্রসাদ:

ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি হিসেবে দেশের প্রশাসনিক কাঠামো গঠনে অবদান রাখেন।

মাওলানা আবুল কালাম আজাদ:

বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা ও আলেম হিসেবে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

ইন্দিরা গান্ধী:

ভারতের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী, যিনি দেশের রাজনীতিতে গভীর প্রভাব ফেলেছিলেন।

Discussion

আধুনিক ভারতের ইতিহাসে ব্রিটিশ শাসন একদিকে শোষণের প্রতীক হলেও অন্যদিকে আধুনিক শিক্ষা, প্রশাসন এবং রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটায়। সমাজসংস্কার আন্দোলন ভারতীয় সমাজকে আধুনিকতার পথে এগিয়ে দেয়। জাতীয়তাবাদী আন্দোলন জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে স্বাধীনতার লক্ষ্যে পরিচালিত করে। স্বাধীনতা সংগ্রাম শুধুমাত্র রাজনৈতিক আন্দোলন ছিল না; এটি ছিল সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রাম। ভারতের স্বাধীনতা বিশ্বব্যাপী উপনিবেশবাদ বিরোধী আন্দোলনকে অনুপ্রাণিত করে।

তথ্যসূত্র:

1. জীবন মুখোপাধ্যায় ও বিভাষ ঘোষাল এর ভারতের ইতিহাস Page No. 459, 457
2. দিলীপ কুমার গঙ্গোপাধ্যায় ভারত ইতিহাসের সন্ধানে সাহিত্য লোক কলকাতা 2000
3. ড: সুরভী গঙ্গোপাধ্যায় গবেষণা প্রকার পদ্ধতি দেহ পাবলিশিং কোলকাতা 1990
4. Bailey J.K Introduction to the Methods of social science. Edit by Johanl
5. Sctering Publication Pvt. Ltd. New Delhi 1988 , Page No. 25/80.